ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)

হাদীসে নববীর আলোকে

হাত তুলে দু'আ

অনুবাদ | মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)

হাদীসে নববীর আলোকে

হাত তুলে দু'আ

অনুবাদ
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

সয়লাব প্রকাশন

হাদীসে নবববীর আলোকে হাত তুলে দু'আ
মূলঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)
অনুবাদঃ মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

প্রকাশনায়
সয়লাব প্রকাশন
মোবাইলঃ ০১৯১৯৭২৮২৮২
Saylabprokashon@gmail.com

Sponsor
Alhajj Rois Ali
Trustee, Shah Jalal Masjid
Manchester, UK

প্রকাশকাল
জুন ২০১৬ ঈসায়ী
রামাদান ১৪৩৭ হিজরী
জ্যৈষ্ঠ ১৪২০ বাংলা

মুদ্রণ
ঘাস প্রকাশন
লামাবাজার, সিলেট
ফোনঃ ০১৭১১৩৩৬৪০৭

প্রাপ্তিস্থান
সাইমুন লাইব্রেরী
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ
ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন
সোবহানীঘাট, সিলেট

রশিদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

নোমানিয়া লাইব্রেরী
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট

মূল্য : ৪০/- [চল্লিশ টাকা মাত্র]

Hadith-e Nabawir Aloke Hat Tule Dua (Praying Raising Hand in the Light of Hadith-e Nabawi) By Imam Jalaluddin Suyuti (R.), Translated by Mohammad Najmul Huda Khan, Published by : Saylab Prokashon. Date of Publication : June 2016, Printed by : Ghas Prakashan, Lamabazar, Sylhet. Price : 40.00 (Forty) Taka only.

সূচিপত্র

দুটি কথা ৪
প্রাসঙ্গিক কথা ৫
আবূ মুসা আশআরী (রা.) বর্ণিত হাদীস ০৭ ◆ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস ০৭ ◆ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস ০৮ ◆ হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস ০৯ ◆ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণিত হাদীস ১১ ◆ হযরত আবূ বকর (রা.)-এর আছার ১১ ◆ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আছার ১২ ◆ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণিত হাদীস ১২ ◆ হযরত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীস ১৪ ◆ আয়িশাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস ১৪ ◆ হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণিত হাদীস ১৭ ◆ মালিক ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণিত হাদীস ১৭ ◆ হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীস ১৮ ◆ হুসায়ন ইবনে ওয়াহওয়াহ আল আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীস ১৯ ◆ খালিদ ইবনে আরফাতাহ (রা) এর হাদীস ১৯ ◆ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা ২০ ◆ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ফদল ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস ২২ ◆ ফদল ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস ২২ ◆ ইয়াযীদ ইবনে সাঈদ আল কিন্দী (রা.) বর্ণিত হাদীস ২২ ◆ বারা ইবনু আযিব (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৩ ◆ আবূ বারযাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৩ ◆ খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৩ ◆ হযরত জারীর (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৪ ◆ আবান আল মুহারিবী বর্ণিত হাদীস ২৪ ◆ আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৪ ◆ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৫ ◆ আবূ বাকরাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৫ ◆ সাইব ইবনে খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ ইবনে সা'লাবা আল আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৬ ◆ সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৬ ◆ ইয়াযীদ ইবনে আমির (রা.) বর্ণিত হাদীস ২৬ ◆ উম্মে আতিয়া বর্ণিত হাদীস ২৭ ◆ আব্দুর রহমান ইবনে মুহায়রিয এর মুরসাল বর্ণনা ২৭ ◆ খাল্লাদ ইবনে সাইব এর মুরসাল বর্ণনা ২৮ ◆ ওয়ালীদ এর মুরসাল বর্ণনা ২৮ ◆ তাউস এর মুরসাল বর্ণনা ২৮ ◆ যুহরী এর মুরসাল বর্ণনা ২৯ ◆ মাকহুল এর মুরসাল বর্ণনা ২৯ ◆ হাবীব ইবনে আবি সাবিত এর বর্ণনা ৩০ ◆ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.) পর্যন্ত মওকুফ বর্ণনা ৩০ ◆ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস পর্যন্ত মওকুফ বর্ণনা ৩০ ◆ হাসান ইবনে আবিল হামযা পর্যন্ত মওকুফ বর্ণনা ৩১
শেষকথা ৩১

দুটি কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা'দ।

'হাদীসে নববীর আলোকে হাত তুলে দু'আ' একটি আরবী রিসালাহ **فض الوعاء في احاديث رفع اليدين في الدعاء** এর বাংলা অনুবাদ। মূল গ্রন্থকার হাফিয আবুল ফদল জালালুদ্দীন আবদুর রাহমান ইবনে আবি বকর ইবনে মুহাম্মদ আস সুয়ূতী (র.), যিনি 'ইমাম সুয়ূতী' নামেই মুসলিম দুনিয়ায় সমধিক পরিচিত। তিনি ৮৩৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯১১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী হাফিযে হাদীস। সিরিয়া, হিজায, ইয়ামেনসহ বিভিন্ন দেশ সফর করে প্রায় ছয়শত উস্তায থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তিনি ছিলেন তার সময়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্যে সর্বাধিক গভীর। নির্লোভ চিত্তের অধিকারী, শান্ত শিষ্ট ও দানশীল এ মহান ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়সে দুনিয়ার সবকিছু ত্যাগ করে কেবল আল্লাহর ইবাদতের জন্য নিবিষ্ট হয়ে যান। এরই মধ্যে তিনি যে বিশাল খিদমত আনজাম দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। তাঁর ছাত্র ইমাম দাউদী উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর [সুয়ূতী (র.) এর] রচিত গ্রন্থাবলী পাঁচশ'র অধিক। ইবনু ইয়াস তদীয় তারীখে ইমাম সুয়ূতী (র.) রচিত গ্রন্থ ছয়শতটি বলে উল্লেখ করেছেন।

'হাদীসে নববীর আলোকে হাত তুলে দু'আ' মূলতঃ দু'আতে হাত তোলার বিষয়ে হাদীসে নববীর একটি সংকলন। বর্তমান সময়ে কেউ কেউ দু'আয় হাত তোলার বিষয়ে, বিশেষ করে নামায পরবর্তীতে হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দু'আর বিষয়ে আপত্তি করে থাকেন। তাদের জবাব এ রিসালায় রয়েছে। কেননা, এ রিসালাহ'র সকল হাদীস সময় ও অবস্থা নির্বিশেষে সাধারণভাবে হাত তুলে দু'আর দলীল। আবার কোনো কোনো বর্ণনায় সম্মিলতভাবে দু'আর কথাও আছে।

উল্লেখ্য, নামায পরবর্তীতে হাত তুলে দু'আর বিষয়টি এ রিসালাহ'র আলোচ্য বিষয় নয়। তবে নামায পরবর্তীতে হাত তুলে দু'আ মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে অনেক দলীল রয়েছে। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (র.) সংকলিত ও সম্পাদিত এ সংক্রান্ত তিনটি রিসালাহ আমরা ইতোপূর্বে যৌথভাবে অনুবাদ করেছি, যা মাসিক পওয়ানায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অচিরেই এগুলো পুস্তক আকারে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সুহৃদ জনাব হাফিয মাওলানা নজীর আহমদ হেলাল, আমার ছোট ভাই মাওলানা খায়রুল হুদা খান, ইউকে প্রবাসী জনাব আলহাজ্জ রইছ আলী, প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মী মাওলানা মুহিবুর রহমান ও মাওলানা মাহমুদুল হাসানসহ যারা বিভিন্নভাবে এ রিসালাহ প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাদের জাযায়ে খায়র দান করুন এবং আমাদের সকল কাজকে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওসীলায় কবূল করুন। আমীন।

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
প্রভাষক (আরবী)
বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল (এম.এ) মাদরাসা

প্রসঙ্গ কথা[1]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمـــــد لله حمدا كثيرا والصلوة والسلام علي محمد المبعوث بشيرا ونذيرا وبعد:

আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, কেউ একজন বলেছেন, দু'আর মধ্যে হাত তোলার বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। একথা শুনে আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। কারণ, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ অত্যন্ত মশহুর, বরং অর্থের দিক থেকে এগুলো মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আমি এ পুস্তিকায় হাদীসগুলো সংকলন করেছি, যাতে এ বিষয়ে আমলকারীগণ উপকৃত হন এবং সুন্নতে নববীর ক্ষেত্রে যারা যথাযথ স্তরে পৌঁছেনি তারা যেন না জেনে কথা না বলেন।

আমি বলছি, দু'আর মধ্যে হাত তোলার বিষয়ে আমাদের নিকট চল্লিশের বেশি হাদীস রয়েছে, যা থেকে প্রমাণ হয় এটি নবী করীম (সা.)-এর আমল ও কাজের অন্তর্ভূক্ত। এগুলোর মধ্যে সহীহ ও হাসান এবং যঈফ বর্ণনাও রয়েছে। আর বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিশের অধিক সাহাবী রয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন:

১. হযরত আবূ মুসা আশআরী (রা.)
২. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
৪. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)
৫. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)
৬. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)
৭. হযরত আয়িশাহ (রা.)
৮. হযরত সালমান ফারসী (রা.)
৯. হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার আস সুকূনী (রা.)
১০. হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রা.)
১১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)
১২. হযরত ফদল ইবনে আব্বাস (রা.)
১৩. হযরত ইয়াযীদ ইবনে সাঈদ আল কিন্দী (রা.), যিনি সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)-এর পিতা

---

[1] আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) মূল রিসালাহ فض الوعاء في احاديث رفع اليدين في الدعاء এর শুরুতে গ্রন্থ রচনার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিনা শিরোনামে ভূমিকা হিসেবে এ বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

১৪. হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.)
১৫. হযরত আবূ বারযাহ আল আসলামী (রা.)
১৬. হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.)
১৭. হযরত জারীর (রা.)
১৮. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)
১৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.)
২০. হযরত আবূ বাকরাহ (রা.)
২১. হযরত সাইব ইবনে খাল্লাদ (রা.)
২২. হযরত আবান আল মুহারিবী (রা.)
২৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)
২৪. হযরত ইয়াযীদ ইবনে আমির (রা.)
২৫. হযরত উম্মে আতিয়া (রা.)।[১]

আর মুরসাল হাদীসের মধ্যে রয়েছে, খাল্লাদ ইবনে সাইব আল আনসারী (রা.) ও ওয়ালীদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবি মুগীস (রা.)-এর মুরসাল বর্ণনা।[২] সাহাবা ও তাবিঈনের আমলের মধ্যে রয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.), হাসান ইবনে আবিল হামযা (রা.)-এর আমলের বর্ণনা।

এখানে আমি এ হাদীসগুলো সনদ পর্যালোচনাসহ উল্লেখ করছি। আল্লাহই তাওফীকদাতা।

---

[১] ইমাম সুয়ূতী (র.) এখানে ২৫ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করলেও তাঁর এ রিসালায় আরো দুজন সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে। তারা হলেন হযরত হুসায়ন ইবনে ওয়াহওয়াহ আল আনসারী ও খালিদ ইবনে আরফাতাহ (রা.)।

[২] মুরসাল হাদীসের মধ্যে এ রিসালায় আবদুর রাহমান ইবনে মুহায়রিয, তাউস, যুহরী, মাকহুল ও হাবীব ইবনে আবি সাবিত (রা.)-এর বর্ণনাও রয়েছে।

হাদীসে নববীর আলোকে

হাত তুলে দু'আ

আবূ মুসা আশআরী (রা.) বর্ণিত হাদীস

১. ইমাম বুখারী (র.) তদীয় সহীহ গ্রন্থে 'বাবুল ওদু ইনদাদ দু'আ' (**باب الوضوء عند الدعاء**) এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আলা, তিনি বলেন, আমাদের আবূ উসামা, বুরায়দ ইবনে আবদিল্লাহ থেকে, তিনি আবূ বুরদা থেকে, তিনি আবূ মুসা আশআরী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ মুসা আশআরী (রা.) বলেন,

دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ به ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ورأيت بياض ابطيه فقال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس.

-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি আনালেন। অত:পর তা দিয়ে ওযূ করলেন। এরপর উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ তুমি আমিরের পিতা উবায়দকে ক্ষমা করে দাও।' এ সময় আমি তার বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছি। অত:পর তিনি দু'আ করেছেন, 'হে আল্লাহ, তুমি কিয়ামতের দিন তাকে তোমার সৃষ্টির বহু মানুষের উপরে স্থান দিও।'

ইমাম বুখারী এ হাদীসটি **باب رفع الأيدي في الدعاء** এর তা'লীকেও উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস

২. ইমাম বুখারী তদীয় সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমাদের আলী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের সুফিয়ান, আবূ যিনাদ থেকে, তিনি আল আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,

قدم الطفيل بن عمرو الدوسي علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها فاستقبل القبلة ورفع يديه فظن الناس أنه يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأئت بهم.

-তুফায়ল ইবনে আমর আদ-দাওসী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, দাওস গোত্র আল্লাহর প্রতি অবাধ্য হয়ে গেছে এবং ইসলামে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সুতরাং আপনি তাদের জন্য বদদু'আ করুন। তখন

রাসূলুল্লাহ (সা.) কিবলামুখী হলেন এবং দুহাত তুললেন। মানুষ ধারণা করলো, তিনি তাদের জন্য বদদু'আ করবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ আপনি দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং তাদের দীনের পথে নিয়ে আসুন।

৩. ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ নুআঈম, তিনি বলেন, আমাদের ফুদায়ল ইবনে মারযূক, আদী ইবনে সাবিত থেকে, তিনি আবূ হাযিম থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده الى السماء يا رب يا رب.

-নবী করীম (সা.) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফরে ক্লান্ত, ধুলোমলিন অবস্থায় আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে প্রার্থনা করে, ইয়া রব (হে আমার প্রতিপালক), ইয়া রব (হে আমার প্রতিপালক)।

৪. ইমাম বাযযার তদীয় মুসনাদে বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ, তিনি বলেন, আমাদের মু'তামির তার পিতা থেকে, তিনি বারাকাহ থেকে, তিনি ইয়াশীর ইবনে নুহায়ক থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,

كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيه.

-নবী করীম (সা.) দু'আতে তার দুহাত উত্তোলন করতেন এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হতো।

হাফিয আবুল হাসান আল হায়সামী বলেন, এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। কেবল বাযযার-এর শায়খ সম্পর্কে আমি অবগত নই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস

৫. ইমাম তাবারানী তদীয় 'আল মু'জামুল কাবীর' গ্রন্থে ইবনে ওমর (রা.) এর সনদে বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

إن ربكم حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا لاخير فيهما فإذا رفع أحدكم يديه فليقل : ياحي يا قيوم لا إله إلا أنت يأأرحم الراحمين ثلاث مرات ثم إذا رد يديه فليفرغ ذلك الخير على وجهه .

-নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল। যখন বান্দা তাঁর উদ্দেশ্যে দুহাত তুলে তখন তাতে কোনো কল্যাণ না দিয়ে খালি ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন দুহাত তুলে তখন যেন তিনবার বলে : **ياحي يا**

قيوم لا إله إلا أنت ياأرحم الراحمين (হে চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী সত্ত্বা, হে পরম করুণাময় ও দয়ালু, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই)। অত:পর যখন দু'আ শেষে হাত গুটিয়ে নেয় তখন যেন এ কল্যাণ তার মুখমণ্ডলে মেখে নেয় (অর্থাৎ দু'আ শেষে যেন উভয় হাত মুখমণ্ডলে মাসেহ করে)।[১]

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী জারুদ মাতরূক।

হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস

৬. ইমাম বুখারী তদীয় সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উওয়াইসী বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও শারীক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে শুনেছেন হযরত আনাস (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন,

أنه رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه.

-নিশ্চয় নবী করীম (সা.) দু'আতে উভয় হাত উত্তোলন করেছেন এমনকি আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখেছি।

৭. ইমাম আবূ দাউদ তদীয় সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন উকবাহ ইবনে মুকাররাম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসলিম ইবনে কুতায়বাহ, ওমর ইবনে নাবহান থেকে, তিনি কাতাদাহ (রা.) থেকে, তিনি হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আনাস (রা.) বলেন,

رأيت رسول الله يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما.

-আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এভাবে দুহাতের তালু ও পিঠ দ্বারা দু'আ করতে দেখেছি।

৮. ইমাম বাযযার বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, ওমর ইবনে হাফস, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে আ'মাশ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অন্য সনদে ইমাম তাবারানী 'আল আওসাত' এর মধ্যে উল্লেখ করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ আল হাদরামী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আলী ইবনে ইসহাক সমরকন্দী, তিনি বলেন, আমাদের ফদল ইবনে মুসা আশ-শায়বানী, আ'মাশ থেকে, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে

---

[১] হাদীসটির বিস্তারিত সনদ হলো- ইমাম তাবারানী বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন উবায়দ আল আজালী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আমরুইয়াহ আল হারাওয়ী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন জারুদ ইবনে ইয়াযীদ, তিনি বলেন, আমাদের ইবনে যর, মুজাহিদ থেকে, তিনি ইবনে ওমর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন...

হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন,

رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بعرفة يدعو فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الابتهال ثم خاضت الناقة ففتح احدى يديه فأخذها وهو رافع الأخرى.

-রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাফার ময়দানে দুহাত তুলে দু'আ করতে লাগলেন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, এটা তো ইবতেহাল। অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উটনী (ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে) ছুটোছুটি করতে লাগল। তখন তিনি এক হাত ছেড়ে উটনীকে ধরলেন এবং অন্য হাত তুলে দু'আ করতে থাকলেন।

বাযযার বর্ণিত এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনাকারী। আর তিনিও সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। তবে আনাস (রা.) থেকে আ'মাশ-এর হাদীস শ্রবণ প্রমাণিত নয়।

৯. আবূ নুআইম 'হিলইয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সুলায়মান ইবনে আহমদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মিকদাম ইবনে দাউদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন হাবীব ইবনে আবি হাবীব, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবনে সাঈদ, রবীআহ ইবনে আবি আবদির রাহমান থেকে, তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা.) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

ان الله جواد كريم يستحي من العبد المسلم اذا دعاه أن يرد يديه صفرا ليس فيهما شيء فاذا دعا العبد وأشار باصبعه قال الرب جل وعلا أخلص عبدي واذا رفع يديه قال الله تعالى اني أستحي من عبدي أن أرده

-আল্লাহ তাআলা মহান দাতা ও অত্যন্ত অনুগ্রহশীল। যখন কোনো মুসলিম বান্দা তাঁর নিকট দু'আ করে তখন তার দুই হাতে কিছু না দিয়ে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। যখন বান্দা দু'আ করে এবং তার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে তখন সুউচ্চ-সুমহান প্রতিপালক বলেন, আমার বান্দা আমার প্রতি একনিষ্ঠ হয়েছে। আর যখন বান্দা দুহাত তুলে তখন আল্লাহ বলেন, আমি আমার বান্দাকে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করছি।

১০. ইমাম আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন, আমাদের মা'মার, আবান থেকে, তিনি হযরত আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

ان ربكم حيي كريم يستحي اذا رفع العبد يديه اليه أن يردهما صفرا حتى يجعل فيهما خيرا.

-নিশ্চয় তোমাদের রব অত্যন্ত লজ্জাশীল। যখন বান্দা তাঁর নিকট দু'আ করে তখন তার দুই হাতে কিছু না দিয়ে তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন।

১১. খতীব বাগদাদী 'আল মুত্তাফাক ওয়াল মুফতারাক' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন কাযী আবূ বকর আহমদ ইবনুল হাসান আল হারাশী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল আসাম্ম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আস সানআনী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনুল মুখতার, তিনি বলেন, আমাদের ইবনু জুরাইজ, আবান ইবনে উসমান থেকে, তিনি আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস (রা.) বলেন,

ان رسول الله كان يرفع يديه عند الابتهال هكذا .

-রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবতেহালে (বিনীত দু'আয়) এভাবে উভয় হাত তুলতেন।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণিত হাদীস

১২. ইমাম তিরমিযী বলেন, আমাদের আবূ মুসা মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবরাহীম ইবনে ইয়াকুব এবং আরেকজন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা বলেন, আমাদের হাম্মাদ ইবনে ঈসা আল জুহানী, হানযালা ইবনে আবি সুফয়ান আল জুমাহী থেকে, তিনি সালিম ইবনে আবদিল্লাহ থেকে, তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ থেকে, তিনি হযরত ওমর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রা.) বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه.

-রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন দু'আর মধ্যে উভয় হাত তুলতেন তখন (দু'আ শেষে) উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ না করে হাত নামাতেন না।

কেবল হাম্মাদ ব্যতীত এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনাকারী। হাম্মাদ একজন নেককার বুযুর্গ, তবে হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। অবশ্য, তাঁর বর্ণিত এ হাদীসের সমর্থনে শাওয়াহিদ বিদ্যমান বিধায় এ হাদীসটি হাসান স্তরের। তিরমিযী শরীফের কোনো কোনো নুসখায় আছে, এ হাদীসকে ইমাম তিরমিযী সহীহ বলেছেন।

হযরত আবূ বকর (রা.)-এর আছার

১৩. ইবনু আসাকির বলেন, আমাদের আবুল কাসিম সমরকন্দী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের আবূ আলী মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস-সাওওয়াফ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের হাসান ইবনে আলী আল কাত্তান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের ইসমাঈল ইবনে ঈসা আল-কাত্তান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের আবূ হুযায়ফা ইসহাক ইবনে বিশর একজন বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) সাঈদ ইবনে আমির ইবনে হুযায়মকে প্রেরণ করলেন এবং তাকে আদেশ দিলেন যেন তিনি ইয়াযীদ ইবনে আবি সুফিয়ান-এর সাথে সাক্ষাত

না করা পর্যন্ত ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন। অত:পর আবূ বকর (রা.) বলেন,

عباد الله ادعوا الله أن يصحب صاحبكم واخوانكم معه ويسلمهم فارفعوا أيديكم رحمكم الله أجمعين.

-হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা দু'আ করো যেন আল্লাহ তোমাদের সাথী ও ভাইদের তার সাথে মিলিত করেন এবং তাদের নিরাপদে রাখেন। তোমরা সবাই হাত তোলো, আল্লাহ তোমাদের দয়া করবেন।

তখন উপস্থিত কওমের সবাই হাত তুললেন। তারা ছিলেন পঞ্চাশের বেশি। এ সময় আবূ বকর (রা.) বলেন:

علي ما رفع عدة من المسلمين أيديهم يسألونه شيئا الا استجاب لهم ما لم يكن معصية أو قطيعة رحم.

-কোনো বিষয়ে যখন বহু সংখ্যক মুসলমান তাদের হাত তোলে দু'আ করে তখন আল্লাহ সে দু'আ কবূল করেন, যদি তা গুনাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রসঙ্গে না হয়।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর আছার

১৪. ইবনু আসাকির বলেন, আমাদের আবূ নসর গালিব ইবনে আহমদ আল মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুল কাসিম মক্কী ইবনে আবদিস সালাম ইবনে হুসায়ন আল মাকদিসী, তিনি বলেন, আমাদের আবদুল আযীয ইবনে আহমদ আন-নাসিবী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আল বসরী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের সাঈদ ইবনে আবদির রাহমান ইবনে আবিল আমইয়া' সাইব ইবনে খাব্বাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইন্তিকালের পর যখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) খলীফা মনোনীত হলেন তখন শামবাসী বললো যে তিনি অত্যন্ত কঠিন, শক্ত হৃদয়ের অধিকারী ও কঠোর। তিনি এ দায়িত্বের উপযুক্ত নন। আর তারা তার খলীফা হওয়াকে অপছন্দ করল। এ বিষয়টি ওমর (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তার দুহাত তুলে দু'আ করলেন:

اللهم حببهم الي وحببني اليهم.

-হে আল্লাহ, তাদেরকে আমার নিকট পছন্দনীয় করে দিন এবং আমাকেও তাদের নিকট পছন্দনীয় করে দিন।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণিত হাদীস

১৫. ইমাম মুসলিম তদীয় সহীহ গ্রন্থে স্বীয় সনদে উল্লেখ করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন হান্নাদ ইবনুস সিররী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন

ইবনু মুবারক, ইকরামা ইবনে আম্মার থেকে। অন্য সনদে ইমাম তিরমিযী বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে বাশশার, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ওমর ইবনে ইউনুস আল-ইয়ামী, তিনি বলেন আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইকরামা ইবনে আম্মার, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ যামীল, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), তিনি বলেন, আমাকে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হাদীস বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, [বদর যুদ্ধের দিন] নবী করীম (সা.) দেখলেন কাফিরদের সৈন্য সংখ্যা এক হাজার এবং তাঁর সাহাবীদের সংখ্যা ৩১৩ জন। তখন তিনি কিবলামুখী হলেন এবং দুহাত বাড়িয়ে তাঁর রবের নিকট দু'আ করতে লাগলেন,

اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة من أهل الاسلام لا تعبد في الأرض.

-হে আল্লাহ, আপনি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা পূরণ করুন। হে আল্লাহ এই মুসলিম দল যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে জমিনে তো আর আপনার ইবাদত করা হবে না।

ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) কিবলামুখী হয়ে দুহাত বাড়িয়ে এমনভাবে বিনীত দু'আ করছিলেন যে তাঁর কাঁধ মুবারক থেকে চাদর পর্যন্ত পড়ে গিয়েছিল।

১৬. ইমাম তিরমিযী বলেন, আমাদের ইয়াহইয়া ইবনে মুসা, আবদ ইবনে হুমায়দ ও আরো একজন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা বলেন, আমাদের আবদুর রাযযাক, ইউনুস ইবনে সুলায়ম থেকে, তিনি ওরওয়া ইবনুয যুবায়র থেকে, তিনি আবদুর রাহমান ইবনে আবদিল কারী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কে বলতে শুনেছি, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ওহী নাযিল হতো তখন তিনি তাঁর চেহারার নিকট মৌমাছির আওয়াজের মতো শুনতেন। একদা তাঁর নিকট ওহী নাযিল হলে আমরা কিছু সময় অবস্থান করলাম। অত:পর ওহী নাযিলের পর্যায় শেষ হলে তিনি কিবলামুখী হয়ে উভয় হাত তুললেন এবং দু'আ করলেন:

اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا لا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا.

-হে আল্লাহ, আপনি আমাদের আরো বাড়িয়ে দিন, কমাবেন না। আমাদের সম্মানিত করুন, অপমানিত করবেন না। আমাদের দান করুন, [আপনার দান থেকে] আমাদের বঞ্চিত করবেন না। আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন, আমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দিবেন না। আপনি আমাদের সন্তুষ্ট করুন এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

হাকীম তদীয় 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেন এর সনদ সহীহ।

হযরত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীস

১৭. ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ, নুআইম ইবনে হাকীম থেকে, তিনি আবূ মারয়াম থেকে, তিনি হযরত আলী (রা.) থেকে। হযরত আলী (রা.) বলেন,

رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم عليك بالوليد.

-রাসূলুল্লাহ (সা.) উভয় হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ ওয়ালীদের বিষয় তোমার হাতে।

আয়িশাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস

১৮. ইমাম বুখারী 'কিতাবু রাফঈল ইয়াদাইন ফিস সালাত' এর মধ্যে উল্লেখ করেন, আমাদের ইয়াহইয়া ইবনে মুসা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল হামীদ, তিনি বলেন, আমাদের ইসমাঈল ইবনে আবদিল মালিক, ইবনু আবি মুলায়কা থেকে, তিনি আয়িশাহ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়িশাহ (রা.) বলেন,

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعيه يدعو.

-আমি নবী করীম (সা.) কে উভয় হাত তুলে দু'আ করতে দেখেছি। এমনকি এতে তার বগলদ্বয় প্রকাশিত হয়েছে।

১৯. ইমাম বুখারী উক্ত গ্রন্থে আরো বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুসাদ্দাদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ উওয়ানা, সিমাক ইবনে হারব থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি হযরত আয়িশাহ (রা.) থেকে। বর্ণনাভঙ্গি থেকে ধারণা করা হয় যে হযরত ইকরামা (রা.) আয়িশাহ (রা.) থেকে এ হাদীস শুনেছেন:

أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم انما أنا بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته وشتمته فلا تعاقبني فيه.

-তিনি (হযরত আয়িশাহ রা.) নবী করীম (সা.) কে দুহাত তুলে এ দু'আ করতে দেখেছেন যে, হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি মানুষ। সুতরাং কোনো মুমিন ব্যক্তিকে আমি যে কষ্ট দিয়েছি, যে গালি দিয়েছি এর বিনিময়ে আমাকে শাস্তি দিও না।

ইমাম আবদুর রাযযাক তদীয় 'মুসান্নাফ'-এর মধ্যে উল্লেখ করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল ইবনে ইউনুস, সিমাক ইবনে হারব থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি হযরত আয়িশাহ (রা.) থেকে। হযরত আয়িশাহ (রা.) বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى أني لأسأم له مما يرفعها اللهم انما أنا بشر فلا تعذبني بهم رجل شتمته أو آذيته.

-রাসলুল্লাহ (সা.) দু'আতে তাঁর দুহাত উত্তোলন করতেন, এমনকি আমি তাঁর হাত

উঠানোতে (কষ্ট হচ্ছে দেখে অনুকম্পাবশত) বিরক্ত হয়ে পড়তাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ দু'আতে বলতেন- হে আল্লাহ আমি তো একজন মানুষ। সুতরাং কোনো ব্যক্তিকে আমি যে গালি দিয়েছি বা যে কষ্ট দিয়েছি এজন্য আমাকে শাস্তি দিও না।

২০. ইমাম বুখারী উক্ত গ্রন্থে আরো বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন কুতায়বাহ, তিনি বলেন, আমাদের আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ, আলকামাহ ইবনে আবি আলকামাহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হযরত আয়িশাহ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়িশাহ (রা.) বলেন,

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره تنظر أين يذهب فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في وادي البقيع فرفع يديه ثم انصرف فرجعت بريرة فأخبرتني فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة قال بعثت الي أهل البقيع لأصلي عليهم.

-একদা রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘর থেকে বের হলেন। তিনি কোথায় যান তা লক্ষ্য করার জন্য আমি তাঁর পিছনে বারীরাহকে পাঠালাম। তিনি জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের দিকে গেলেন। অত:পর জান্নাতুল বাকী উপত্যকায় থামলেন, দুহাত তুলে দু'আ করলেন অত:পর ফিরে আসলেন। তার পিছনে বারীরাহও ফিরে আসল। অত:পর আমাকে এ সংবাদ দিল। সকাল হলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি রাতে কোথায় বের হয়েছিলেন? জবাবে তিনি বললেন, বাকীর অধিবাসীদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে আমি তাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলাম।

২১. ইমাম আহমদ তদীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আমাদের হাজ্জাজ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের ইবনু জুরাইজ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কুরাইশ গোত্রের আবদুল্লাহ নামক একজন বর্ণনাকারী আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মদ ইবনে কায়স ইবনে মাখরামাহ ইবনে মুত্তালিবকে বলতে শুনছেন, একদা তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের আমার ও আমার মা সম্পর্কে বলবো না? তখন আমরা ধারণা করলাম যে তিনি তার জন্মদাত্রী মা সম্পর্কে বলতে চাচ্ছেন। এরপর তিনি বললেন, হযরত আয়িশাহ (রা.) বলেছেন, আমি কি তোমাদের রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আমার সম্পর্কে বলবো না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, নবী করীম (সা.) আমার জন্য নির্ধারিত রাতে বাইরে থেকে এসে চাদর মুবারক রেখে দিলেন এবং জুতা মুবারক খুলে তা কদম মুবারকের দিকে (পিছনের দিকে) রাখলেন। অত:পর চাদরের এক কোণা বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং আমার ঘুমিয়ে পড়ার ধারণা পরিমান সময় পর্যন্ত তিনি শুয়ে থাকলেন। এরপর অতি সন্তর্পনে চাদর নিলেন, জুতা পরিধান করলেন, দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন এবং অতি সন্তর্পনে দরজা বন্ধ করলেন। অত:পর আমিও আমার ওড়না মাথায় দিলাম, জামা-কাপড়

পরিধান করলাম অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পিছনে রওয়ানা হলাম। তিনি জান্নাতুল বাকীতে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে থাকলেন। অত:পর তিনবার হাত উঠালেন (ثم رفع يديه ثلاث مرات)। তারপর ফিরে আসতে লাগলেন। আমিও রওয়ানা হয়ে গেলাম। তিনি দ্রুতগতিতে আসতে লাগলেন, আমিও গতি বাড়িয়ে দিলাম। তিনি দৌড়াতে শুরু করলেন, আমিও দৌড়াতে শুরু করলাম। তিনি ঘরে এসে পৌঁছলেন, আমিও তাঁর পূর্বে ঘরে এসে পৌঁছলাম। আমি শুয়ে পড়ার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি (আমার অবস্থা লক্ষ্য করে) বললেন, হে আয়িশাহ, কী হয়েছে? তুমি এতো হাঁপাচ্ছো কেন? আমি বললাম, কিছু নয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমাকে বলে দাও, নতুবা সূক্ষ্মদর্শী, মহান সংবাদদাতা আল্লাহ তা জানিয়ে দেবেন।

আয়িশাহ (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন অত:পর আমি ঘটনা বর্ণনা করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমার সামনে একটি মানুষের দেহের ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল, তাহলে সে ছায়া তুমিই ছিলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আমার পিঠে ধাক্কা মারলেন, যাতে আমি ব্যাথাও পেলাম। অত:পর বললেন, তুমি কি ধারণা করেছিলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন? আয়িশাহ (রা.) বললেন, হ্যাঁ, অনেক সময় মানুষ গোপন রাখতে চায় অথচ আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, যখন তুমি আমাকে বের হতে দেখেছিলে তখন জিবরীল (আ.) এসেছিলেন। তিনি এসে আমাকে ডাকলেন এবং তোমার থেকে বিষয়টি গোপন রাখতে চাইলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং তোমার থেকে তা গোপন রাখলাম। তিনি তোমার ঘরে প্রবেশ করতে চাচ্ছিলেন না, যেহেতু তুমি কাপড় রেখে দিয়েছিলে। আর আমি ধারণা করলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ, তাই তোমাকে জাগানো পছন্দ করিনি। আর ধারণা করলাম তুমি (একা) ভয় পাবে। জিবরীল (আ.) আমাকে বললেন, আপনার রব আপনাকে আদেশ করেছেন, আপনি জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের (কবরবাসীদের) জন্য যেন ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আয়িশাহ (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তাদের তাদের জন্য কী বলব? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তুমি বলবে,

السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُونَ.

-কবরবাসী মুমিন মুসলমানদের প্রতি সালাম। আল্লাহ আমাদের অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামী সকলের উপর রহম করুন। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হবো।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণিত হাদীস

২২. ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুআম্মিল ইবনে ফদল আল হাররানী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ঈসা ইবনে ইউনুস, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন সাহিবুল আনমাত জাফর ইবনে মায়মুন, তিনি বলেন, আমাদের আবূ উসমান, সালমান ফারসী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

ان ربكم حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه أن يردهما صفرا.

-নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল। যখন কোনো বান্দা তাঁর নিকট দুহাত তুলে দু'আ করে তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজাও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান। এ হাদীসের সমর্থনে মুহাম্মদ ইবনে যাবারকান, সুলায়মান আল ইয়াম্মী থেকে, তিনি আবূ উসমান থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৩. ইয়াকুব ইবনে মুজাহিদ আল বসরী, মুনযির ইবনে ওয়ালীদ আল জারূদী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আবূ তালহা শাদ্দাদ আর রাসিবী থেকে, তিনি জারিরী থেকে, তিনি আবূ উসমান থেকে, তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি (সালমান ফারসী) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

ما رفع قوم أكفهم الى الله عز و جل يسألونه شيئا الا كان حقا على الله أن يضع في أيديهم الذي يسألونه.

-যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর নিকট কোনো কিছু চেয়ে হাত তুলে তখন তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় দান করা আল্লাহর হক হয়ে যায়।

এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনাকারী।

মালিক ইবনে ইয়াসার (রা.) বর্ণিত হাদীস

২৪. সুলায়মান ইবনে আবদিল হামীদ আল বাহরানী আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ঈসমাইল ইবনে আইয়্যাশ এর কিতাবের মধ্যে পড়েছি, তিনি বলেন, দমদম আমাদের শুরায়ই থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের আবূ যাবয়াহ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাহরিয়্যাহ আস সুকূনী তাকে মালিক ইবনে ইয়াসার আস সুকুনী আল আওফী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যিনি একজন সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

اذا سالتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها .

-যখন তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করবে, তখন হাতের পেট দিয়ে করবে হাতের পিঠ দিয়ে দু'আ করবে না।

হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীস

২৫. ইমাম বুখারী (র.) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে 'কিতাবু রাফঈল ইয়াদাইন ফিস সালাত' এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, আমাদের হাম্মাদ ইবনে যায়দ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের হাজ্জাজ আস্-সাওয়াফ আবূয যুবায়র থেকে, তিনি জাবির ইবনে আবদিল্লাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত তুফায়ল ইবনে আমর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) আপনার কি দুর্গ বা প্রতিরক্ষার প্রয়োজন আছে? দাওস গোত্রের দুর্গ কি এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবেন? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা আল্লাহ তাআলা আনসারদের জন্যই তা (রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়) সংরক্ষিত রেখে দিয়েছেন। অত:পর তুফায়ল হিজরত করে আসলেন এবং তার সাথে তার গোত্রের এক ব্যক্তিও আসলো। ইতোমধ্যে তার সঙ্গী লোকটি অসুস্থ হলো এবং রোগ যাতনায় অস্থির হয়ে উঠলো। তারপর সে তীরের একটি তীক্ষ্ম ফলা লইল এবং তা দিয়ে নিজের রগ কেটে ফেলল। অত:পর তার মৃত্যু হলো। এরপর তুফায়ল তাকে স্বপ্নে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? লোকটি জবাব দিল, নবী করীম (সা.)-এর দিকে হিজরতের কারণে আমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতদ্বয়ের অবস্থা কি? তিনি জবাবে বলেন যে, বলা হয়েছে, নিজের হাতে যা নষ্ট করেছ তা সংস্কার করা হবে না। বর্ণনাকারী বলেন, তুফায়ল ইবনে আমর নবী করীম (সা.) এর নিকট তা বর্ণনা করলেন। তখন নবী করীম (সা.) দু'আ করলেন,

اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه.

-হে আল্লাহ, তার হাতদ্বয়কেও ক্ষমা করে দিন। আর এসময় নবী করীম (সা.) তার দুহাত উঠালেন।

ইমাম মুসলিম তদীয় সহীহ গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২৬. ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, আমাদের হুসায়ন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু আবি যি'ব, বনূ সালামাহ গোত্রের একজন ব্যক্তি থেকে, তিনি জাবির (রা.) থেকে হযরত জাবির (রা.) বলেন,

ان النبي أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه يدعو عليهم ولم يصل ثم جاء ودعا عليهم وصلى .

-নবী করীম (সা.) খন্দকের মসজিদে আসলেন, অত:পর চাদর রেখে কাফিরদের প্রতি বদদু'আ করার উদেশ্যে দুহাত তুলে দাড়ালেন, তখনও তিনি নামায পড়েননি। অত:পর তিনি আসলেন, তাদের প্রতি বদদুআ করলেন এবং নামায পড়লেন।

২৭. ইমাম তাবারানী 'আল আওসাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুআয, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, সুফিয়ান আমাদের ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল মুনকাদির থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হযরত জাবির (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

ان الله عز و جل حي كريم يستحي من عبده أن يرفع اليه يديه فيردهما صفرا ليس فيهما شيء.

-নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত লজ্জাশীল, যখন বান্দা তার উদ্দেশ্যে হাত উঠায় তখন তিনি তাতে কিছু না দিয়ে খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।

বর্ণনাকারী ইউসুফ ব্যতীত এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী। তবে ইউসুফও সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য।

হুসায়ন ইবনে ওয়াহওয়াহ আল আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীস

২৮. ইমাম তাবারানী বলেন, আমাদের মুসা ইবনে হারুন হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ওমর ইবনে যুরারাহ, তিনি বলেন, ঈসা ইবনে ইউনুস আমাদের সাঈদ ইবনে ওসমান আল বালাভী থেকে, তিনি উরওয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হুসায়ন ইবনে ওয়াহওয়াহ আল আনসারী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত তালহা ইবনুল বাররা (রা.) এর ইন্তিকাল হলে তাকে রাত্রে দাফন করা হয়। সকালে নবী করীম (সা.) কে সংবাদ দেয়া হয়। নবী করীম (সা.) এসে তার কবরের পশে দাড়ান। সাহাবায়ে কিরামও তার সাথে সারিবদ্ধভাবে দাড়ান। এরপর তিনি দুহাত তুলে দু'আ করেন,

اللهم الق طلحة تضحك اليه ويضحك اليك .

-হে আল্লাহ, আপনি তালহার সাথে এমনভাবে সাক্ষাত করুন যেন আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট এবং সেও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট।

খালিদ ইবনে আরফাতাহ (রা.) এর হাদীস

২৯. ইমাম তাবারানী বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ আল হাদরামী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ কুরায়ব, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন কাসিম ইবনে আবদিল কারীম আল আরফাযী, তিনি বলেন, আমাদের আবূ খালিদ আল বাযযায, খালিদ ইবনে আরফাতাহ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم رافعا يديه يقول اللهم بارك على خيل أحمس ورجالها.

-আমি রাসুলুল্লাহ (স.) কে দুহাত তুলে এ দু'আ করতে দেখেছি: হে আল্লাহ আপনি আহমাস গোত্রের ঘোড়া ও লোকজনদের উপর বরকত দান করুন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা

৩০. ইমাম আবূ দাউদ বলেন, আমাদের মুসা ইবনে ইসমাইল হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের উহায়ব ইবনে খালিদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের আব্বাস ইবনু আবদিল্লাহ ইবনে মা'বাদ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইকরামা থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوها والاستغفار أن تشير باصبع واحد والابتهال أن تمد يديك جميعا.

-দু'আর পদ্ধতি হলো এতে উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে, ইস্তিগফারের মধ্যে এক আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করবে এবং ইবতিহাল-এর মধ্যে উভয় হাতকে পুরোপুরি প্রশস্ত করবে।

সুফিয়ান আব্বাস থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী আব্বাস ছাড়া এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী। তবে আব্বাসের বর্ণনা গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম আবূ দাউদ আরো বলেন, আমাদের ইয়াহইয়া ইবনে ফারিস হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের ইবরাহীম ইবনে হামযা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ, আব্বাস ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মা'বাদ ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি তার ভাই ইবরাহীম ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে মা'বাদ ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি (ইবনে আব্বাস) অনুরূপ (পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ) বলেছেন।

আব্বাস ছাড়া এ হাদীসেরও সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

৩১. ইমাম ইবনু মাজা (র.) বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মদ ইবনুস সাব্বাহ, তারা বলেন, আমাদের আইয ইবনে হাবীব হাদীস বর্ণনা করেছেন, সালিহ ইবনে হাসসান আল আনসারী থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে কাতিব আল কুরাযী থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

اذا دعوت فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهك.

-যখন তুমি দু'আ করবে তখন দুহাতের তালু দ্বারা করবে, দুহাতের পিঠ দ্বারা করবে না। যখন দু'আ শেষ করবে তখন উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করবে।

ইবনু দাউদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীস মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে অন্য সনদেও বর্ণিত হয়েছে। তার সব বর্ণনাই দুর্বল।

শায়খুল ইসলাম আবুল ফদল ইবনে হাজার তদীয় 'আল আমালী' গ্রন্থে এ হাদীসকে 'হাসান' বলেছেন।

আবুল মিকদামের বর্ণনায় হিশাম ইবনে যিয়াদ এর মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ। তবে সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দামায় আছে, তিনি (হিশাম) প্রথমে ইয়াহইয়া ইবনে হিলাল নামক একজন অপরিচিত শায়খ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে-এরূপ সনদে বর্ণনা করতেন। পরবর্তীতে তিনি ইয়াহইয়াকে সনদ থেকে গোপন করেন। ফলে সনদ এরূপ হয়ে যায় যে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম তদীয় মুস্তাদরাক গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে মুসাদিফ ইবনে যিয়াদের সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শায়খুল ইসলাম ইবনু হাজার বলেন, মুসাদিফ অপরিচিত বর্ণনাকারী। আমার ধারণা তিনি আবুল মিকদামের ভাই।

৩২. ইমাম তাবারানী বলেন, আমাদের ইবরাহীম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন হারুন ইবনে মারূফ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল মজীদ ইবনে আবদিল হামীদ ইবনে জুরাইজ আল আসলামী, হুসায়ন ইবনে আবদিল্লাহ থেকে, তিনি ইকরামা থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে, তিনি (ইবনে আব্বাস) বলেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو بعرفة ويداه الى صدره كاستطعام المسكين .

-আমি রাসুলুল্লাহ (সা:) কে আরাফার ময়দানে দু'আ করতে দেখেছি। এ সময় তার দুহাত মিসকীনের খাদ্য ভিক্ষা করার মতো বুক পর্যন্ত উত্তোলিত ছিল।

৩৩. ইমাম আহমদ 'মুসনাদু আবদিল্লাহ ইবনে আব্বাস' এর মধ্যে বর্ণনা করেন, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আমাদের আবদুল মালিক থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفة وردفه أسامة بن زيد فجالت الناقة وهو رافع يديه لا يجاوزان رأسه.

-রাসুলুল্লাহ (সা.) আরাফার ময়দান থেকে ফিরে আসলেন, তখন তাঁর বাহনের পিছনে উসামা ইবনে যায়দ বসা ছিলেন, অত:পর তিনি দুহাত তুলে দু'আ করা অবস্থায় তাঁর উটনী নড়ে উঠল। এ দু'আতে তার দুহাত মাথা মুবারক অতিক্রম করেনি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও ফদল ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস

৩৪. ইমাম আহমদ বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়ালা ও মুহাম্মদ ইবনে উবায়দ, তারা বলেন, আমাদের আবদুল মালিক, আতা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি ফদল ইবনে আব্বাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

أفاض رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرفات وأسامة بن يزيد ردفه فجالت الناقة وهو واقف بعرفات قبل أن يفيض وهو رافع يديه لا يجاوزان رأسه .

-রাসূল (সা.) আরাফার ময়দান থেকে ফিরে আসলেন। এ সময় উসামা ইবনে যায়দ তার বাহনের পিছনে আরোহী অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) আরাফা থেকে ফিরে আসার আগে সেখানে অবস্থানকালে তাঁর উটনী নড়ে উঠল। এ সময় তিনি দুহাত তুলে দু'আ করছিলেন। দু'আতে তাঁর দুহাত মাথা মুবারক অতিক্রম করেনি।

ফদল ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস

৩৫. ইমাম আহমদ বলেন, আমাদের আলী ইবনে ইসহাক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের লায়স ইবনে সা'দ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের আবদু রাব্বিহ ইবনে সাঈদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইমরান ইবনে আবি আনাস থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে নাফি ইবনে আমইয়া থেকে, তিনি রবীআহ ইবনুল হারিস থেকে, তিনি ফদল ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে, ফদল ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন,

الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب فمن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا شديدا.

-নামায হলো দুরাকাআত করে, তাশাহুদ প্রতি দু রাকাআতে। আর নামায হবে কাকুতি-মিনতি, একাগ্রতা ও অনুনয়-বিনয়ের সাথে। এরপর দু'আর উদ্দেশ্যে দুহাত তুলবে অর্থাৎ তুমি তোমার দুহাত তোমার রবের উদ্দেশ্যে উত্তোলন করবে, দুহাতের পেঠ তোমার মুখের দিকে রাখবে আর বলবে, ইয়া রব! ইয়া রব! যে এরূপ করে না তার ব্যপারে তিনি অত্যন্ত শক্ত কথা বলেছেন।

৩৬. ইয়াযীদ ইবনে সাঈদ আল কিন্দী (রা.) বর্ণিত হাদীস

ইমাম আবূ দাউদ বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন কুতায়বা ইবনু সাঈদ, তিনি বলেন, আমাদের ইবনু লাহি'আহ, হাফস ইবনে হিশাম ইবনে উতবাহ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে, তিনি সাইব ইবনে ইয়াযিদ থেকে, তিনি তার পিতা ইয়াযীদ ইবনে সাঈদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه .

-নবী করীম (সা.) যখন দু'আ করতেন তখন দুহাত তুলতেন অত:পর দুহাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন।

বারা ইবনু আযিব (রা.) বর্ণিত হাদীস

৩৭. আবূ ইয়ালা তদীয় 'মুসনাদে কাবীর' এর মধ্যে উল্লেখ করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল ওয়াহিদ ইবনে গিয়াস, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল হামিদ ইবনে যুরায়ক, তিনি বলেন, আমাদের ইবনু দাউদ আল আ'মা, বারা ইবনে আযিব থেকে, তিনি নবী করীম (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন,

انه كان اذا أصابته شدة دعا ورفع يديه حتى يرى بياض ابطيه.

-নবী করীম (সা.) যখন কোনো কষ্টে নিপতিত হতেন তখন দুহাত তুলে দু'আ করতেন, এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হতো।

আবূ বারযাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস

৩৮. আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেন, আমাদের হাসান ইবনে হাম্মাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের ইবনে ফুদায়ল, ইয়াযীদ ইবনে আবি যিয়াদ থেকে, তিনি সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আবূ হিলাল, এ ঘরের মালিক থেকে, তিনি আবূ বারযাহ আল আসলামী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে,

ان النبي كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض ابطيه.

-নবী করীম (সা.) দু'আতে তাঁর উভয় হাত তুলতেন এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হতো।

হায়সামী বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। তবে আবূ হিলালকে আমি চিনি না। ইবনু আবি শায়বাহ তদীয় 'মুনান্নাফ' এ ইবনু ফুদায়ল থেকে নিম্নোক্ত শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, دعا على رجلين فرفع يديه রাসূলুল্লাহ (সা.) দুজন ব্যক্তির প্রতি বদদু'আ করেছেন। তখন তিনি তাঁর দুহাত তুলেছেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) বর্ণিত হাদীস

৩৯. ইমাম তাবারানী তদীয় 'আল কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আহমদ ইবনে আমর আল খাল্লাল আল মক্কী, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াকুব ইবনে হুমায়দ ইবনে কাসিব, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে আবদিল্লাহ আল উমাওয়ী, তিনি বলেন, আমাদের আল ইয়াসা ইবনুল মুগীরাহ, তার পিতা থেকে, তিনি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.)

থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত খালিদ (রা.) তার গৃহের সংকীর্ণতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন,

ارفع يديك الى السماء واسأل الله السعة .

-তুমি তোমার দুহাত আকাশের দিকে উত্তোলন কর এবং আল্লাহর নিকট প্রশস্ততা কামনা কর।
এ হাদীসটির সনদ হাসান।

হযরত জারীর (রা.) বর্ণিত হাদীস

৪০. ইমাম তাবারানী বলেন, আমাদের আহমদ ইবনু যুহায়র আত তসতরী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের মাতার ইবনে সাহ্‌ল হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের ওমর ইবনে মুদরিক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের মুহাম্মদ ইবনে ওবায়দিল্লাহ, শাশী থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে জারীর থেকে, তিনি জারীর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, জারীর (রা.) বলেন,

رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم واقفا بعرفة متأبطا رداءه رافعا يديه لا يجاوزان رأسه وعضلتاه ترعدان .

-আমি নবী করীম (সা.) আরাফার ময়দানে অবস্থান কালে বগলে চাদর পেচিয়ে দুহাত তুলে দু'আ করতে দেখেছি। এসময় তার দুহাত মাথা মুবারক অতিক্রম করেনি। তবে তাঁর দুহাতের মাংসপেশী সে সময় কাঁপছিল।

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে ওবায়দিল্লাহ আল-আযরামী দুর্বল।

আবান আল মুহারিবী (রা.) বর্ণিত হাদীস

৪১. ইবনু শাহীন 'আস সাহাবা' গ্রন্থে যিয়াদ ইবনে আবদিল্লাহ'র সনদে বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ উবায়দ আল আতাকী, হিকাম ইবনে হায়্যান থেকে, তিনি আবান আল মুহারিবী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كنت فى الوفد فرأيت بياض إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رفع يديه يستقبل بهما القبلة.

-আমি একটি প্রতিনিধি দলে ছিলাম। এসময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বগলের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করেছি, যখন তিনি কিবলামুখী করে দুহাত উত্তোলন করেছিলেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস

৪২. ইবনু আবি শায়বাহ তদীয় 'মুসান্নাফ' এ উল্লেখ করেন, আমাদের ইবনু ইদরীস মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে, তিনি আসিম থেকে, তিনি ওমর ইবনে কাতাদাহ থেকে, তিনি মাহমুদ ইবনে লাবীদ থেকে, তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে আমাদের

হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) [আনসারদের উদ্দেশ্য করে] ইরশাদ করেছেন,

لو سلك الناس واديا وشعبا وسلكتم واديا وشعبا لسلكت واديكم وشعبكم أنتم شعار والناس دثار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ثم رفع يديه حتى أني لأرى بياض ابطيه ما تحت منكبيه فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار .

-যদি সকল মানুষ এক উপত্যকা ও ঘাটিতে অবস্থান করে আর তোমরা অন্য উপত্যকা ও ঘাটিতে অবস্থান করো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের উপত্যকা ও ঘাটিতে অবস্থান করব। তোমরা হলো শিআর (পতাকার খুঁটি বা ভিত্তি) আর মানুষেরা হলো এর উপর উড়ানো কাপড়। যদি হিজরত না হতো তাহলে আমি আনসারদের মধ্য থেকেই হতাম। আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, অত:পর রাসূলুল্লাহ (সা.) দুহাত তুলে দু'আ করেন এমনকি আমি তাঁর দুবাহুর নীচে মুবারক বগলদ্বয়ের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করি। তিনি দু'আ করেন:

اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار.

-হে আল্লাহ, আপনি আনসার, আনসারদের সন্তান-সন্ততি এবং আনসারদের সন্তানদের সন্তান-সন্ততিকে ক্ষমা করে দিন।

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.) বর্ণিত হাদীস

৪৩. ইবনু আবি শায়বা বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল আসলামী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.) কে দেখেছি যে, তিনি একজন লোককে নামায শেষ না করেই হাত তুলে দু'আ করতে দেখলেন অত:পর সে যখন তা শেষ করলো তখন তিনি বললেন,

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته.

-নবী করীম (সা.) নামায শেষ না করে হাত তুলে দু'আ করতেন না।
এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য।

আবূ বাকরাহ (রা.) বর্ণিত হাদীস

৪৪. ইবনু আবি শায়বা বর্ণনা করেন, আমাদের যাকারিয়া আস-সাজী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের আম্মার ইবনু খালিদ আল ওয়াসিতী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কাসিম ইবনে মালিক আল মুযানী, খালিদ আল হাযযা থেকে, তিনি আবূ বাকরাহ (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها.

-তোমরা তোমাদের হাতের পেট দিয়ে আল্লাহর নিকট চাও, হাতের পিঠ দিয়ে নয়। আম্মার ছাড়া এ হাদীসের সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী। তবে আম্মারও সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য।

সাইব ইবনে খাল্লাদ ইবনে সুয়াইদ ইবনে সা'লাবা আল আনসারী (রা.) বর্ণিত হাদীস

৪৫. ইবনু আবি শায়বাহ বর্ণনা করেন, খাল্লাদ ইবনে সাইব থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা (সাইব) থেকে বর্ণনা করেন,

أن سول الله كان اذا دعا رفع راحتيه الى وجهه.

-নবী করীম যখন দু'আ করতেন, তখন তার দুহাত স্বীয় মুখমণ্ডলের দিকে উঠাতেন।

এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হাফস অপরিচিত।

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণিত হাদীস

৪৬. ইমাম আবূ দাউদ বর্ণনা করেন, আমাদের আহমদ ইবনে সালিহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের ইবনু আবি ফুদায়ক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের মূসা ইবনে ইয়াকুব, ইয়াহইয়া ইবনে হাসান ইবনে উসমান থেকে, তিনি আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে সা'দ থেকে, তিনি তার চাচা আমির ইবনে সা'দ থেকে, তিনি তার পিতা সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, হযরত সা'দ (রা.) বলেন,

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة يريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه ثم دعا الله ساعة.

-আমরা নবী করীম (সা.)-এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে বের হলাম। যখন আমরা 'আযূরা' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন তিনি বাহন থেকে নামলেন অতঃপর দুহাত তুলে কিছু সময় আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন।

ইয়াযীদ ইবনে আমির (রা.) বর্ণিত হাদীস

৪৭. ইমাম তাবরানী 'আল আওসাত' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মিকদাম, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, খালিদ ইবনে নাযযার, তিনি বলেন, আমাদের সাঈদ ইবনে সাইব, আবূ খালফ উবায়দ ইবনে সা'দ আস-সিওয়াঈ থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل ومعه نفر حتى وقف على القرب دون المريطى رافعا يديه مستقبلا القبلة يدعو.

-নবী করীম (সা.) অগ্রসর হলেন। এ সময় তাঁর সাথে একদল লোক ছিলেন। তিনি মারিতী এর নিকটে 'কুরব' নামক স্থানে থেমে কিবলামূখী হয়ে দুহাত তুলে দু'আ করলেন।

হায়সামী বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তবে উবায়দকে আমি চিনি না।

উম্মে আতিয়া বর্ণিত হাদীস

৪৮. ইমাম তিরমিযী বলেন, আমাদের মুহাম্মদ ইবনে বাশশার, ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ও অন্য একজন বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা সকলে আসিম থেকে, তিনি আবুল জারাহ থেকে বর্ণনা করেন, আবুল জারাহ বলেন, আমাকে জাবির ইবনে সাবীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে উম্মে শুরাহবীল হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে উম্মে আতিয়া (রা.) হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

بعث النبي صلى الله عليه و سلم جيشا فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني عليا.

-নবী করীম (সা.) একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে আলী (রা.)ও ছিলেন। সে সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুহাত তুলে এ দু'আ করতে শুনেছি, হে আল্লাহ, আলীকে না দেখিয়ে আমাকে মৃত্যু দিও না।

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান, গরীব।

আব্দুর রহমান ইবনে মুহায়রিয এর মুরসাল[১] বর্ণনা

৪৯. মুসাদ্দাদ তদীয় মুসনাদে উল্লেখ করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, বিশর ইবনে মুফাদ্দাল, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন খালিদ আল হাযযা, আবূ কিলাবা থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে মুহায়রিয থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها

---

[১] যদি কোনো বর্ণনাকারী তাঁর পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর নাম বাদ দিয়ে হাদীস বর্ণনা করেন তবে তার বর্ণিত সে হাদীসকে মুরসাল বলা হয়। যেমন কোনো তাবিঈ কর্তৃক তাঁর পূর্ববর্তী বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করা। সাহাবায়ে কিরামের মুরসাল বর্ণনা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। আর তাবিঈ ও তাবে তাবিঈগণের মুরসাল বর্ণনা হানাফী ও মালিকী উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। আল্লামা আহমদ ইবনুস সিদ্দীক আল গুমারী আল মাগরিবী (র.) 'আল মানহুল মাতলূবাহ ফী ইস্‌তিহবাবি রাফঈল ইয়াদাইন ফিদ্‌ দু'আ বা'দাস সালাওয়াতিল মাকবতূবাহ' এর মধ্যে লিখেছেন, ইমাম মালিক ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) থেকে মশহুর বর্ণনা মতে এবং ইমাম আবূ হানীফা ও একদল উলামার মতে মুরসাল হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ইবনে জারীর তাবারী বলেন, তাবিঈগণ তাদের বিবেচনা দ্বারা মুরসাল গ্রহণীয় হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তাবিঈগণ থেকে মুরসাল অস্বীকারের বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি। এমনকি তাঁদের পরবর্তীতে দ্বিতীয় শতাব্দি পর্যন্ত কোনো একজন ইমাম থেকেও মুরসাল অস্বীকারের বিষয় উত্থাপিত হয়নি। (ছালাছু রাসাইল ফী ইস্তিহবাবিদ দু'আ, আল মানহুল মাতলূবাহ, পৃষ্ঠা ৮২)

-যখন তোমরা আল্লাহর নিকট চাইবে তখন তোমাদের হাতের পেট দিয়ে চাইবে, হাতের পিঠ দিয়ে নয়।
ইবনু আবি শায়বাহ তদীয় 'মুসান্নাফ' এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

খাল্লাদ ইবনে সাইব এর মুরসাল বর্ণনা

৫০. ইমাম আহমদ বলেন, আমাদের খাল্লাদ ইবনে সাঈব আল আনসারী বর্ণনা করেন,

ان النبي صلى الله عليه و سلم كان اذا سأل جعل باطن كفيه اليه واذا استعاذ جعل ظهورها اليه

-নবী করীম (সা.) যখন দু'আ করতেন তখন তার হাতের ভেতরের অংশ নিজের দিকে রাখতেন আর যখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন তখন হাতের পিঠ নিজের দিকে রাখতেন।

ওয়ালীদ এর মুরসাল বর্ণনা

৫১. ইমাম তাবারানী 'আদ দু'আ' এর মধ্যে উল্লেখ করেন, আমাদের আবূ মুসলিম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের কা'নাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের ঈসা ইবনে ইউনুস হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ, তিনি বলেন, আমাদের ওয়ালীদ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে আবি মুগীস হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اذا دعا أحدكم فرفع يديه فان الله تعالى جاعل في يديه بركة ورحمة فلا يردهما حتى يمسح بهما وجهه

-যখন তোমাদের কেউ দুহাত তুলে দু'আ করে তখন দুহাত দ্বারা তার মুখমণ্ডল মাসেহ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার দুহাতে বরকত ও রহমত দান করতে থাকেন।
শায়খুল ইসলাম ইবনু হাজার তদীয় 'আল আমালী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ওয়ালীদ হলেন সেই স্তরের একজন ব্যক্তি যারা সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে হাদীস শুনেছেন (অর্থাৎ তিনি তাবিঈ)। তবে আমি কোনো সাহাবী থেকে তার বর্ণনা দেখিনি। সে হিসেবে এ সনদটি মু'দাল। আর তার নিকট থেকে বর্ণনাকারী ইবরাহীম হলেন ইবরাহীম আল খাওযী, যার বিষয়ে সমালোচনা রয়েছে।

তাউস এর মুরসাল বর্ণনা

৫২. ইমাম আবদুর রাযযাক তদীয় 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ইবনু জুরাইজ থেকে বর্ণিত, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাউসকে বলতে শুনেছেন, **دعا النبي على قوم فرفع يديه** -নবী করীম (সা.) কোনো এক সম্প্রদায়ের প্রতি বদদু'আ করেছেন। এ সময় তিনি উভয় হাত তুলেছেন।

যুহরী এর মুরসাল বর্ণনা

৫৩. ইমাম আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন, আমাদের মা'মার যুহরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন,

كان رسول الله يرفع يديه عند صدره في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه

-নবী করীম (সা.) দু'আতে দুহাত বুক পর্যন্ত উত্তোলন করতেন অত:পর দুহাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন।

৫৪. ইমাম আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন, হযরত মা'মার থেকে বর্ণিত, তিনি হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে, তিনি তার পিতা (উরওয়াহ) থেকে বর্ণনা করেন,

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بقوم من الأعراب كانوا قد أسلموا وكان الأحزاب خربت بلادهم فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يدعو لهم باسطا يديه قبل وجهه

-নবী করীম (সা.) এক নওমুসলিম বেদুঈন গোত্রের পাশ দিয়ে গমন করেন, যুদ্ধে সেনাদল যাদের এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) দুহাত তুলে দুহাতকে আপন চেহারা মুবারকের দিকে প্রসারিত করে তাদের জন্য দু'আ করেন।

৫৫. ইমাম আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেন, আমাদের মা'মার যুহরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

كان رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا أراد الجمرتين وقف عندهما ورفع يديه ولا يفعل ذلك بالثالثة كان اذا رمى انصرف

-রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন জামরায় পাথর নিক্ষেপ করতেন তখন প্রথম দুই স্থানে অবস্থান করতেন এবং দুহাত তুলে দু'আ করতেন। আর তৃতীয় জামরায় এরূপ করতেন না বরং পাথর নিক্ষেপ করেই ফিরে আসতেন।

মাকহুল এর মুরসাল বর্ণনা

৫৬. ইমাম আব্দুর রায্যাক বর্ণনা করেন, আমাদের আবূ সাঈদ আবদুল কুদ্দুছ বর্ণনা করেছেন, তিনি মাকহুলকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন,

ان النبي كان اذا رأى البيت كبر ورفع يديه ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما

-নবী করীম (সা.) যখন বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দুহাত তুলে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ, আপনি তো শান্তিদাতা, শান্তি আপনার নিকট থেকেই। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের শান্তিতে বাঁচিয়ে রাখুন। হে আল্লাহ, এ ঘরের সম্মান, মহত্ত্ব, ইযযত, মর্যাদা ও কল্যাণ আপনি বাড়িয়ে

দিন এবং যারা এ ঘরের হজ্জ ও ওমরাহ আদায় করে এ ঘরের সম্মান ও মর্যাদার ওসীলায় তাদের সম্মান, মহত্ত্ব ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিন।

হাবীব ইবনে আবি সাবিত এর বর্ণনা

৫৭. ইমাম আব্দুর রাযযাক বলেন, আমাদের সুফিয়ান সাওরী, হাবীব ইবনে আবি সাবিত থেকে বর্ণনা করেছেন,

لما رأى النبي صلى الله عليه و سلم البيت رفع يديه

-নবী করীম (সা.) যখন বায়তুল্লাহ শরীফ দেখতেন তখন দুহাত উত্তোলন করতেন (অর্থাৎ দুহাত উত্তোলন করে দু'আ করতেন)।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.) পর্যন্ত মওকুফ[১] বর্ণনা

৫৮. ইমাম বুখারী 'আল আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, আমাদের ইবরাহীম ইবনুল মুনযির হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদের ওমর ইবনু ফালীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা আবূ নুআইম ওহাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعوان يديران بالراحتين على الوجه

-আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রা.) কে দেখেছি যে তারা উভয়ে দু'আ করত উভয় হাত মুখমণ্ডলের উপর মাসেহ করতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস পর্যন্ত মওকুফ বর্ণনা

৫৯. ইমাম আবদুর রাযযাক বর্ণনা করেন, ইবনে উয়াইনা আমাদের আব্বাস ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

الابتهال هكذا وبسط يديه وظهورهما على وجهه والدعاء هكذا ورفع يديه تحت لحيته والاخلاص هكذا يشير اصبعه

-ইবতিহাল হলো এরূপ, একথা বলে তিনি তার দুহাত বাড়িয়েছেন। এসময় হাতের পিঠ চেহারার দিকে ছিল। আর দু'আ হলো এরূপ, একথা বলে তিনি তার দাড়ির নীচ পর্যন্ত হাত উত্তোলন করেছেন। আর এখলাস হলো এরূপ, একথা বলে তিনি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেছেন।

হাসান ইবনে আবিল হামযা পর্যন্ত মওকুফ বর্ণনা

৬০. ফিরইয়াবী বর্ণনা করেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইসহাক ইবনে রাহবিয়্যাহ, তিনি বলেন, আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন মু'তামির ইবনে সুলায়মান,

---

[১] যে হাদীসের বর্ণনাসূত্র কোনো সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মওকুফ হাদীস বলা হয়। হাদীসে মওকুফ হলো সাহাবায়ে কিরামের কথা, কাজ ও অনুমোদন সংক্রান্ত বর্ণনা।

তিনি বলেন, আমি সাহিবুল হারীর আবূ কা'বকে দুহাত তুলে দু'আ করতে দেখেছি। যখন তিনি দু'আ শেষ করতেন তখন উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ করতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাকে এরূপ করতে দেখেছেন? তিনি বললেন, হাসান ইবনে আবিল হামযাকে আমি এরূপ করতে দেখেছি।
এ হাদীসটি হাসান।

শেষকথা

ارفع يديك الى مولاك مبتهلا ... واسأل سؤال ذليل بالبكا ضرعا

فالله أكرم من يرجى وأعظم أن ... يرد باليأس من كفا له رفعا

-দয়াময় আল্লাহর নিকট কাকুতি মিনতির উদ্দেশ্যে তুমি তোমার দুহাত তোলো। বিনীত ভঙ্গিতে, ক্রন্দনের মাধ্যমে বিনীত ভাবে দু'আ করো। আল্লাহই হলেন সবচেয়ে দয়ালু ও মহান স্বত্ত্বা, যার নিকট চাইলে আশা করা যায় খালি ফিরিয়ে দেবেন না, যিনি বান্দার উন্নতির জন্য যথেষ্ট।
আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত।

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين –

-সালাত ও সালাম সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সায়িদুনা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক। সকল ক্ষমতা ও শক্তি সুউচ্চ, সুমহান আল্লাহর। আর সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বই

হাদীসে নববীর আলোকে হাত তুলে দু'আ
মূল : ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)
অনুবাদ : মোহাম্মদ নজরুল হুদা খান

ইমাম আবু হানীফা (র.) : দীপ্তি ছড়ানো মর্যাদা যাঁর
মূল : ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)
অনুবাদ : মোহাম্মদ নজরুল হুদা খান

ইমাম আ'যম আবু হানীফা (র.)
মূল : ড. সালমান ইবন ফাহদ আল-'আওদাহ
অনুবাদ : নোমান আহমদ

শবে বরাত
মোহাম্মদ নজরুল হুদা খান

নবী করীম (সা.)-এর মাতা-পিতা বিষয়ে
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা
খায়রুল হুদা খান

ইসলামে টুপির বিধান
নোমান আহমদ

সয়লাব প্রকাশন
saylabprokashon@gmail.com